কলিকাতা থেকে কলকাতা

সুরজিত দাশ

কলিকাতা যার বর্তমান নাম হয়েছে কলকাতা তার ইতিহাস দীর্ঘ। যদিও বারানসী, পাটনা বা দিল্লীর মতোঅতিদীর্ঘ নয়। কিন্তু এই শহর নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। বর্তমান ভারতের প্রধান শহরের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে নবীন হলেও এই শহর সম্পকে দেশের ও বিদেশের মানুষের জিজ্ঞাসা বেড়েই চলেছে। ভারতের প্রধান চারটি শহরের মধ্যে কলকাত াকে নিয়ে যত বইপত্র লেখা হয়েছে অপর তিনটি শহরকে নিয়ে তেমন লেখালেখি হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলকাতাকে নিয়ে গবেষকদের গবেষণা আজও সমানভাবে চলছে। এর কারণ মনে হয়কলকাতা দীর্ঘ ১৭৫৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ছিলো ভারতের রাজধানী। এই শহরথেকেই শু হয়েছিলো লাগাতর ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন। যার ভয়ে ভীত হয়ে ইংরাজরাকলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায় দিল্লীতে। এই শহরের বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনায় কবিগু রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সাল অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩১শে আশ্বিন তারিখে গঙ্গাস্নান করে এসে সঙ্গীদের নিয়ে বী মল্লিকের আস্তাবলে ঢুকে তার মুসলমান সহিস ও গাড়োয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে সূচনা করেছিলেন সাম্প্রদা য়িক সম্প্রীতির। এখনো কলকাতাকে বলা হয় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। তার কারণ ইংরাজ শাসনেরগোড়া থেকেই তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে আত্মস্থ করে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, বঙ্গিমচন্দ্র,মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে নবজাগরণ কলকাতা থেকে শুহয়েছিলো তারই ফলশ্রুতি তাকে আজও ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীর শিরে াপা দিয়ে রেখেছে। বস্তুতঃ বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন যারা সেই নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্বরা জড়িয়ে আছেন কলক াতার সঙ্গে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নেতাজী, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ ভারতরত্নদের জন্মভূমি অথবা কর্মভূমি এই কলকাতা। সমস্যার ভারে ন্যুব্জ কিন্তু সচল। একে যতই মিছিল নগরী বা মৃত নগরী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হোক না কেন কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই তার দুঃখ, বেদনা, আনন্দ নিয়ে সাধারণ মানুষের মতই।

পৃথিবীতে সকল কিছুরই শু এবং শেষ থাকে। কলকাতারও শু আছে। এই শহর কলকাতার শু নিয়ে ইংরাজদের প্রচারিত মতটি আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম, তা হল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল জবচার্ণক ১৬৯০ সালের ২৪শে অ াগস্ট সুতানুটী ঘাটে নোঙ্গর ফেলে ঐ অঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাই ঐ দিনটি হচ্ছে কলকাতার জন্মদিন। এবং জোব চার্ণক হলেন কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা। এই মত অনুসরণ করেই ১৯৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট থেকে কলকাতা --- ৩০০ নামক উৎসবটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারসহ বিভিন্নসংগঠন সাড়ম্বরে পালন করেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই মতের বিদ্ধে কলকাতার প্রাচীন জমিদার সাবর্ণ্যচৌধুরী, যাদের কাছ থেকে ১৬৯৮ সালে ইংরাজরা ১৩০০ টাকা দিয়ে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রামসহ দেড় বর্গমাইল এলাকার জমিদারিস্বত্ব ক্রয় করেন, তাদের বংশধরগণ সাবর্ণ্য রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ নামে একটি সংগঠন মারফত কলকাতা হাইকোর্টে জনস্ব ার্থে মামলা দায়ের করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার যে জন্ম তারিখ ২৪শে আগস্ট বলে মেনেছেন এবং জোব চার্ণককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করেছেন এইটা ভুল সিদ্ধান্ত। কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে এবং প্রধাণ বিচারপতি মহামান্য জয়ন্ত কুমার বিশ্বাসের এজলাসে বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। মামলাটির নম্বর

ডবলিউ পি নং ১৪৮৪ - ২০০১। ১৬ই মে ২০০৩তারিখে মহামান্য বিচারপতিগণ রায়ে বলেন যে, মামলা গৃহীত হবার পর তাঁরা এ বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ছিলেন অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু, অধ্যাপক বণ দে, অধ্যাপক প্রদীপ সিন্‌হা অধ্যাপক অপকুমার দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী। বিচারপতিগণ ১২ই এপ্রিল ২০০২ তারিখে নির্দেশ জারি করে অভিযোগ দুটির ব্যাপারে ছ- মাসের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটিকে মতামত জানাতে বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী কমিটি তাদের সুচিন্তিত মতামত লিখিত ভাবে জমা দিয়েছেন। নিম্নে তাদের মতামতগুলির লিপিবদ্ধ করা হল ঃ--

১। কলকাতার কোনো বিশেষ জন্মদিন নেই। ১৭ শতাব্দীর শেষ দশকে বণিক কোম্পাণীর কর্মশালাকে কেন্দ্র করে গুচছ - গুচছ গ্রাম কলিকাতাকে শহরে পরিণত করার কাজ শু করে। ১৮ শতাব্দীর শেষ দিকে এটা ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। তাই কোনো বিশেষ বছর বা বিশেষ দিনকে কলকাতার জন্মদিন বলা যাবে না।

২। সাধারণভাবে কোন একজনকে এর প্রতিষ্ঠাতা বলা যাবে না। ১৭ শতাব্দীর মত করে, কিংবা সেইভাবেই যেমন করে শতবর্ষের উপর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে তেমন করে এতদিন দিবস পালিত হয়েছে। তখন ইংরাজদের দিক থেকে সুতানুটীতে আদয়কারী চার্ণক, গোল্ডসবরো অথবা আয়ার অন্যদিকে জমিজায়গার উন্নতিকামী লক্ষীকান্ত মজুমদার কিংব া গোবিন্দপুরে বসবাসকারী শেঠ এবং বসাক পরিবারগুলিও ওই এলাকায় কাজ করতো। এ ছাড়াও ছিলেন স াবণ্যচৌধুরীরা, যাঁরা ইংরেজদের গ্রামগুলির জমিদারিস্বত্ব বিত্রী করেছিলেন।

৩। ইতিহাসের বইপত্র সবসময়ে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাদিবসের উপর জোর দেয় না। ইতিহাসের উচিত তথ্যপ্রমাণ, যুক্তি সম্ব লিত ধারাবাহিক পরিবর্তন এবং বহুবাচিক ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে একত্রীকরণ নিয়েকাজ করা বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী বলাই রায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিরোধিতা করছে না এবং এর বিদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নিচ্ছে না।

যেহেতু বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছে তাই আমরা (মহামান্য বিচারপতিগণ) বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোর্ট গ্রহণ করছি এবং এই মামলার এখানেই শেষ বলে ঘোষণা করছি। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোট এই মামলার বিচারের রায়ের সঙ্গে নথিভুক্ত হবে।

যদিও এটি সঠিক যে কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি শহর স্থাপন সম্ভব নয়। শহর গঠিত হয় সমবেতমানুষদের প্রচেষ্ট ায়। তবুও এটি মানতেই হবে যে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট কুঠিয়াল জোব চার্ণকের সুতানুটিতেপদার্পণ ও কুঠি স্থ াপনের সিদ্ধান্ত এবং ১৬৯৪/৯৫ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সুতানুটীকে বাংলার প্রধান বাণিজ্যস্থান ঘে াষণার মধ্যে দিয়েই কলকাতা শহরের ভিত্তি পরোক্ষেই স্থাপিত হয়েছিল। জোব চার্ণক স্থায়ীবাবে ১৬৯০ সালে কুঠী স্থাপন করার আগে বর্তমান কলকাতা শহর তিনখানি গ্রাম মাত্র ছিলো। সেখানে একটি মাত্রপাকাবাড়ির উল্লেখ দেখা যায়। সেটি ছিলো সাবর্ণ্য চৌধুরীদের কাছারবাড়ি। আবার কিছু ঐতিহাসিকের মতে তখন কলকাতায় কোনো পাকাবাড়ি ছিলো না। সব ছিলো কাঁচা অর্থাৎ মাটির বাড়ী এবং কোনও রাস্তাঘাট ছিলনা। একটিমাত্র পায়েচলা পথ ছিলো যেটি চিৎপুরের চিন্ত্রেশ্বরী মন্দির থেকে সোজা কালীঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলো। কিন্তু ইংরাজরা এখানে বাণিজ্য শু করার সাথে সাথে কলকাত ার তিনটি গ্রামকে শহরে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও শুর করে দেয়। তার ফলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজরা ১৭০৬ সালের মধ্যে ৮টি পাকাবাড়ি, দুটি বড় রাস্তা, একটি কোর্ট, একটি হাসপাতাল সহ সুশাসনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা শু করে। এইসব বন্দে াবস্তর দ্বারা বাণিজ্যিক সুবিধা আরও বেশী পাওয়ার আশায় এবং কলকাতার দক্ষিণে খাল পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বে লবণহ্রদের বাদা থাকায় প্রাকৃতিক ভাবে তিনদিক সুরক্ষিত, অতএব লোকবসতি বাড়তে শু করে। এবং শহর কলকাতা গঠিত হয়। তাই জোব চার্ণক কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট কলকাতার জন্মদিন ইংরেজদের প্রচারিত এ মত সত্য না হলেও কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠায় ইংরাজদের পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য।

কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা শু করলেও জোব চার্ণক বেশীদিন বাঁচেন নি। ১৬৯২ মতান্তরে ১৬৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে জোব চার্ণকের মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ সেন্টজন চার্চে সমাহিত আছে। তাঁর সমাধির উপর তাঁর বড় জামাই চার্লস আয়ার

বর্তমান সমাধিভবন নির্মাণ করেন। কিন্তু জোব চার্ণকের মৃতদেহ প্রথমে কোথায় কবরস্থ করা হয়েছিলো তা জানা যায় নি, কারণ সেন্ট জন চার্চ চার্ণকের মৃত্যুর অমেক পরে স্থাপিত হয়। চার্ণকের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিত্ত হলেন প্রথমে এলিস ও পরে স্যার জন গোল্ডাসবারো। ১৬৯৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সুতানুটীকেই তাদের বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করেন। এরপর কলকাতা কুঠির প্রধান হন চার্ণকের বড জামাই চার্লস আয়ার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৬৯০ সালে কাজকর্ম শু করলেও কোম্পানীরতার কাগজপত্রে ১৭০০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সুতানুটী শব্দটি লিখতেন। ১৭০০ সালের ৮ই জুন লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে কোম্পানী ঐ চিঠিটির মাথায় ট্রপ্তন্তত্বব্ধব্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। এর থেকে গ্রামের জমিদারিস্বত্ব কিনলেও ১৭০০ সালেই ঐ তিনটি গ্রাম একত্রে কলক াতায় রূপান্তরিত হয়।

১৬৯৭ সালে কোজা সারহাদ নামে একজন প্রভাবশালী আর্মনিয়ান বণিক ইংরাজদের তরফে বাংলার নবাব আজিম উসশানকে ১৬০০০ নজরাণা দিয়ে ১৬৯৮ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনটি গ্রামের খাজনা অ াদায়ের স্বত্ব ত্রয় করে তাদের দেশীয় প্রথা অনুযায়ী শাসন করার কাজ শু করেন। অবশ্য তৎকালীন কলকাতার জমিদার স াবর্ণ্যরায়চৌধুরী এই হস্তান্তর বাবদ নগদ ১৩০০ টাকা পেয়েছিলেন।

ইংরাজরা ১৬৯৯ সালে কলকাতাকে প্রেসিডেন্সী শহরে উন্নীত করেন। একজন প্রেসিডেন্টসহ চার সদস্যের কাউন্সিল তৈরি হয়। কাউন্সিলের একজন সদস্য খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। কাউন্সিল কাজ শু করে১৭০০ সাল নাগাদ। প্রথম ত্মন্দ্বত্তন্দ্বন্নন্দ্বজ্ঞ ঙ্গন্দ্র ত্মন্দ্বন্ধন্ধত্তন্দ্বব্দ অর্থাৎ খাজনা আদায়কারী হন র‌্যালফ্ শেলডন। তিনি একজন এদেশীয় ব্যত্তিকে খাজন া আদায়ের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুত্ত করেন। তার নাম নন্দরাম সেন। বেতন মাত্র চার টাকা। থাকতেন বসিরহাটের ক াছে দে - গঙ্গায়। মূলতঃ ১৭০০ সাল থেকেই শু হল কলকাতার ইংরাজ শাসন।

এই তিনখানি গ্রামের রাজস্ব বাবদ ইংরাজরা মুঘল দরবারে খাজনা দিত বার্ষিক ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ১১ পাই। পুর ানো নথি থেকে জানা যায় যে জমিদারির প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৬৯৮ সালে ইংরাজরা খাজনা আদায় করেছিলো ১৪৪০ টাকা। কিন্তু র‌্যালফ্ শেলডন ও নন্দরাম মিলে নতুন খাজনা বন্দোবস্ত করে আদায় শু করার পর দেখা যাচ্ছে ১৭০৪ স ালে খাজনা আদায় হয়েছে ৫৭৬০ টাকা। এই খাজনা আদয় হয়েছিলো কলকাতার ৩টি গ্রাম থেকে।

এই বছরে কোম্পানী কলকাতায় একটি আদালত স্থাপন করেন। এবং ১ জন পুলিশ সুপারের অধীনে ৪৫ জন কনস্টেবল ২ জন নকীব ও ২০ জন চৌকিদার সহ একটি পুলিশ বিভাগ স্থাপিত হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৭০৬ সাল কলকাতায় প্রায় ১০/১২ হাজার লোক বাস করতেন।

এরপর র‌্যালফ্ শেলডন -র স্থলাভিষিত্ত হলেন। বেঞ্জামির বাউচার ১৭০৬ সালে। ঐ বছর করকাতাকে জরিপ করে তিনি চারভাগে ভাগ করলেন। যথা ঃ---

১। বাজার কলকাতা --- কোম্পানীর খাতায় এর নাম গ্রেট বাজার। এটাই বর্তমানের বড় বাজার অঞ্চল। এর মোট অ ায়তন ৪৮৮ বিঘা। এর মধ্যে ৪০১ বিঘাতে ঘরবাড়ী ছিলো। বাকীটা বাগান।

২। বড়বাজারের দক্ষিণে টাউন কলকাতা -- এর আয়তন ছিলো ১৭১৭ বিঘা ১০ কাঠা। তার মধ্যে ২৪৮ বিঘায় ঘরব াড়ী ও ১৪৬৯ বিঘা ১০ কাঠার মধ্যে ৩৬৩ বিঘা ১৫ কাটা জঙ্গল ছিলো। আর বাকী জমিতে ধান, তামাক, তুলো ইত্যা দির চাষ হত।

৩। বড়বাজারের উত্তরে সূতানুটী -- এর আয়তন ১৬৯২ বিঘা। লোক বাস করত ১৩৪ বিঘায়। জঙ্গল ছিলো ৪৮৭ বিঘ া। বাকী অংশে ধান, তুলো, সবজি ও অন্যান্য জিনিসের খেত ছিলো।

৪। বর্তমান লালদিঘীর দক্ষিনে ছিলো গোবিন্দপুর -- এর আয়তন ছিলো ১১৭৮ বিঘা। ৫৭ বিঘায় ছিলো ঘরবাড়ী। ৮৩ বিঘা ১৪ কাটা জঙ্গল এবং বাকী অংশে ধান, তামাক ও অন্যান্য জিনিসের খেত ছিলো।

১৭০৬ সালে কোম্পানীর দলকে কলকাতার মোট আয়তন ছিলো ৫০৭৭ বিঘা। যার মধ্যে ৮৪৮ বিঘায় ঘরবাড়ী ও ব াকীটা জঙ্গল ও চাষের খেত ছিলো।

বেঞ্জামিন বাউচার নন্দরামের বিদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পেয়ে তাকে বরখাস্ত করে, জগৎ দাসকে ঐ পদে নিযুত্ত করেন। কিন্তু সামান্য কিছুদিন পরে জগৎ দাসের নামে অভিযোগ আসায় এবং কোম্পানীর আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় আবার

নন্দরামকে নিযুক্ত করেন। তার পুরোনো পদে। নন্দরাম গতিক বুঝে আবার অর্থ আত্মসাৎ ও প্রজাদের উপর অত্যাচার শু করলেন। ফলে আবার নন্দরামের বিদ্ধে অভিযোগ উঠলো। ১৭০৭ সালে অভিযোগ পেয়ে বাউচার তার কাছে হিসাব তলব করলেন। তিনি পালিয়ে গেলেন হুগলীতে। সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা হল। আগেই বলা হয়েছে একটি আদালত ১৭০৪ সালে কলকাতায় স্থাপন হয়েছিলো। সেখানে চোরদের বিচারে সাজা ছিলো গায়ে ছেঁকা দিয়ে গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া। ঐ আদালতেই নন্দনামের বিচার হল। বিচারে তার সমস্ত আত্মসাৎ করা টাকা ফেরৎ না দিলে কারাদন্ড ভোগের বিদান দেওয়া হল। নন্দরাম সমস্ত টাকা ফেরৎ দিয়ে মুক্তি পেলো। পরে নন্দরাম কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তি হয়েছিলো। তার নামে কলকাতায় একটি রাস্তা এখনো বর্তমান আছে। বাউচার নন্দরামের জায়গায় এবার নিয়ে এলেন রামভদ্রকে। এরপর নিশ্চয় চুরির ঘটনা কমেছিলো। কারণ খাজনার হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৭০৪ সালে নন্দরামের সময়ে যখন ৫৭৬০ টাকা আদায় হয়েছে সেখানে রামভদ্র ও বাউচারের চেষ্টায় ১৭০৮ সালে আদায় হয়েছে১২৭২০ টাকা ও ১৭১২ সালে আদায় হয়েছে ১৬৪৪০ টাকা। অর্থাৎ কলকাতার খাজনা আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে শু হল কলকাতায় ইংরাজ শাসন। ১৭০৫ সাল থেকে ১৭০৭ সালের মধ্যে কলকাতায় ব্যাপক ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। যার ফলে মারা যায় ৪৬০ জন। এই কারণে ইংরেজরা ১৭০৭ সালে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। ১৭০৬ সালে ইংরাজরা শু করে রাস্তা নির্মাণ। সে বছর ২টি বড় রাস্তা তৈরী হয়। অবশ্যই তা ছিলো কাঁচা রাস্তা। কলকাতার প্রথম পাকা রাস্তা হল সার্কুলার রোড।

১৭২০ সালে কোম্পানী আবার কলকাতার শাসনপদ্ধতির সংস্কার করলো। খাজনা আদায়কারী সদস্য অর্থাৎ ত্মন্দ্বন্তুন্দ্বন্নন্দ্বক্জ প্সন্দ্র ত্মন্দ্বল্পন্দ্বক্স্তুন্দ্ব পদ বিলোপ হয়ে সৃষ্টি হল জমিদার পদ। প্রথম জমিদার হলেন একজন গ্রীক তার নামটি জানা যায়নি। এবারেও দেশীয় লোকেদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য তৈরী হল ডেপুটি জমিদার পদ। বেতন ধার্য হল তিরিশ টাকা। কলকাতার প্রথম ডেপুটি জমিদার হলেন কুমারটুলীর গোবিন্দরাম মিত্র। ইংরাজরা তাকে ডাকতো ব্লাক জমিদার বলে। গোবিন্দরামের ছিলো দোর্দন্ডপ্রতাপ। ক্ষমতার দন্ডস্বরূপ একটি সুদৃশ্য ছড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন তিনি। এই পদে তিনি ছত্রিশ বছর ছিলেন। শেষে তার মাইনে হয়েছিলো ৫০ টাকা। তিনি বিশাল ধনী জমিদারের মতোই বাস করতেন। সে সময় তাঁর নামে একটি ছড়া প্রচলিত ছিলো।

উমিচাঁদের দাড়ি
বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরামের ছড়ি।
হুজুরীমলের কড়ি।

এই ছড়ায় যাদের নাম আছে তাদের মধ্যে উমিচাঁদ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সিরাজউদ্দোলার বিদ্ধে একজন চত্রান্তকারী ছিলেন। বনমালী সরকার পাটনায় উচচপদে চাকরী করে প্রভূত অর্থ রোজগার করেছিলেন। কুমারটুলীতে এর নামে একটি রাস্তা আছে। হুজুরীমল জাতিতে শিখ এবং ব্যবসা করে অমিত ধনরত্নের মালিক হয়েছিলেন। ৩০ থেকে ৫০ টাকা মাহিনার কর্মচারী গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ির গুণ যখন এদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন বুঝাতে হবে অন্য উপায়ে গোবিন্দরাম অমিত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু নন্দরামের মতো একে সাজা পেতে হয় নি।

আগেই বলেছি যে ১৭০৬ সাল নাগাদ কলকাতায় ১০/১২ হাজার মানুষ বাস করতো। ইংরাজদের ব্যবসাবৃদ্ধি ও শাসন সংস্কারের সাথে সাথে কলকাতাতেও লোক সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বিশেষ করে গ্রামীণ ধনীব্যক্তিরা বিপদে পড়লেই কলকাতায় চলে আসতে লাগলেন। আর সাধারণ মানুষেরা আসতে আরম্ভ করলেন আথিক অবস্থারউন্নতি ঘটাতে। এমন দুজন ব্যক্তি হলেন পঞ্চানন কুশারী ও চূড়ামণি দত্ত।

প্রথমজন ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় এসেছিলেন, যশোহর জেলা থেকে তখন কলকাতায় জাহাজে করে নানা পণ্য গঙ্গাতীরের বিভিন্ন ডাকে এসে ভিড়ত, সেইসব জাহাজের ক্যাপটেন ও নাবিকদের কাছে প্রয়োজনীয় মাল বিত্রী করতেন এই পঞ্চানন কুশারী। ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে লোকে তাকে পঞ্চানন ঠাকুর বলে ডাকতো। পরে তাঁর ছেলে জয়রামকেও কলকাতায় নিয়ে আসেন। তিনিও বাবার মতোই জয়রাম ঠাকুর বলে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে এঁদের বংশধররা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এঁদেরই বংশধর রবীন্দ্রনাথ আজ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের অগ্রগণ্যহিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

দ্বিতীয় জন হলেন চূড়ামণি দত্ত। তিনি থাকতেন উত্তর কলকাতায় কালী দত্ত ষ্ট্রীটের পাশের রাস্তায়। সেই রাস্তাটি এখন আর নেই। কালী দত্ত তাঁর ছেলের নাম। চূড়ামণি দত্ত থাকতেন ২৪ পরগণার সাইবনা গ্রামে। তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ -র অত্যাচারে ভীত হয়ে ১৭২৫ সালে সপরিবারে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কারণ নবাম মুর্শিদকলী খাঁ নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের কড়া শাসনে রাখতেন। পরে আবার ১৭৫৬ সালে সিরাজের কলকাতা আত্রমণের সময়ে গ্রামে ফিরে যান এবং জঙ্গল কেটে বসতি করেন। শেষে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এটি জানা যায় একটি শিলালিপি থেকে। শিলালিপিটি তৈরী করিয়েছিলেন চূড়ামণি দত্ত নিজে সেই সময়! এটি আবিষ্কার করেন কলকাতার জাদুঘরের ডিরেক্টার ডঃ শ্যামলকান্তি চত্রবর্ত্তী ১৯৮৪ সালে চবিবশ পরগণার সাঁইবনা গ্রামের একটি মন্দির থেকে। এই ভাবেই বাড়তে থাকে কলকাতায় বাইরের মানুষের আসা যাওয়া ও কার্যকলাপ।

এই সময়ের মধ্যে কোম্পাণী তাদের ব্যবসা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শহর কলকাতার শাসন ও উন্নতির কাজ সমান ভাব চালাচ্ছিলো। ১৭০৬ সালে দুটি বড় রাস্তা ও ২টি গলি নির্মাণের পর প্রতিবছর লোক বৃদ্ধির ফলে আরও রাস্তার প্রয়োজন হওয়ায় ১৭২৬ সালের মধ্যে আরও দুটি বড় রাস্তা ও ৮টি গলি নির্মাণ হয়েছে। পাকাবাড়ির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ থেকে চল্লিশে এবং কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ৮০০০ থেকে ১৩৩০০ তে। এর মধ্যে তৈরী হয়েছে সেন্ট অ্যান গির্জা সহ কয়েকটি খ্রীষ্টিয় উপাসনালয় এবং গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির সহ কিছু মন্দির। ১৭২৭সালে ইংল্যান্ডের রাজার হুকুমে ইংরাজরা স্থাপন করে ৪টি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। দেওয়ানী মামলা হতো মেয়রস্ কোর্টে। এটি বসতো সাহেবপাড়ায়। ফৌজদারী মামলার জন্য তৈরী হলো Court of Quarter Sessions । তৃতীয়টি ছিল একটি ছোট দেওয়ানী আদালত। নামছিল Court of Requests পরে নাম বদল করে হয় Small Causes Court । এটি আজও বর্তমান। চতুর্থটি ছিল আপিল আদালত। ১৭২০ সাল থেকে ১৭৩০ সালের মধ্যে ইংরাজরা কলকাতার তিনটি মানচিত্রও তৈরী করেছিলেন। ১৭২৭ সালে কলকাতা করপোরেশন তৈরী হয় একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান নিয়ে।

এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইংরাজরা খাতায় কলমে দিল্লীর বাদশাহের অধীনে কলকাতার খাজনা আদায়কারী জমিদার হলেও শু থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের মতো করে শাসন করা। ভবিষ্যত - ভারত শাসনের বীজ হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। এরমধ্যে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হলো। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলো ১৭২৭ সালে। পরবর্তী নবাব হলেন তার জামাতা সূজাউদ্দিন। ইংরেজরা এর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখে চলতে লাগলো।

১৭৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মতান্তরে ১১ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক বিশাল ঝড় ও ভূমিকম্প হয় যাতে পূর্ব দিকে লবণহ্রদের বাদা জমি উঁচু হয়ে যায়। ওই ঝড়ে কলকাতার সবচেয়ে উঁচু গির্জা সেন্ট অ্যানের চূড়াএবং সবচেয়ে উঁচু মন্দির গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়ে। যার উচচতা ছিল ১৬৫ ফুট। এটির অবস্থান ছিল মদনমোহন তলার পশ্চিমে। বর্তমানে সেখানে অন্য একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে। পুরোনো নবরত্ন মন্দিরের একটি চিত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে।

এই ঝড় সম্পর্কে স্যার ফ্রান্সিস রাসেল নামক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রণাসভার একজন সদস্যের ওই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত চিঠি থেকে জানা যায় যে, সেদিন গঙ্গায় ছোট বড় ২৯টি জাহাজের মধ্যে একমাত্র ডিউক অফ্ ডরসেট নামক জাহাজটি ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। বাকি জাহাজগুলি হয় ভেঙে নয়তো ডুবে গেছে। ঝড়ের সঙ্গে শু হয়েছিল প্রবল বৃষ্টিপাত ও ভূমিকম্প। প্রচুর গৃহপালিত পশু এমনকি কয়েকটি বাঘকেও সেদিন মৃত অবস্থায় গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেছে। ঝড়ের প্রকোপ এতো বেশী ছিল যে তার দু-বছর পরে ১৭৩৯ সালে বিলেতের Gentlemen's Magazine পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, এই ঝড়ে অসংখ্য পশুসহ প্রায় তিনলক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। এ বিবরণে মনে হয় কলকাতা সংলগ্ন সমস্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে, কেননা কলকাতায় তখন এত জনসংখ্যা থাকার কথা নয়। বৃষ্টিতেসমুদ্রের জল ৪০ ফুট উঁচু হয়ে এবং কলকাতায় গঙ্গায় প্রায় ২০০০০ জলযান ধবংস হয় এবং প্রায় ২০০ বাড়ি ভেঙে পড়ে। গঙ্গা থেকে একটি জাহাজ সেই ঝড়ে উড়ে এসে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব দিকে ভেঙে পড়ে। যার ফলে ওই অঞ্চলে ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন নামে একটি রাস্তা হয়েছিল। যার বর্তমান নাম রাজকুমার বোস লেন। এই ঝড় মানুষের মনে অসাধারণ ভীতির সঞ্চার করেছিল, কলকাতার লোকে বহুদিন এই ঝড়বৃষ্টি ও ভূমিকম্পের তান্ডবকে ভুলতে

পারে নি।
(চলবে)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com